ইউনিট ৫

উচ্চ শিক্ষায় স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন

[Ensuring Academic Freedom in Higher Education]

ভূমিকা

অভিনবত্ব, সৃজনশীলতা ও পরিবর্তন এসব ধারণার সাথে অন্যান্য স্তরের শিক্ষার চেয়ে উচ্চ শিক্ষার সম্পর্ক সর্বাধিক। নতুন জ্ঞান আবিষ্কার, নতুন পেশার সৃষ্টি, সমাজ ও দর্শন চিন্তায় সব নব ভাবধারা ও মতবাদের জন্ম ও নতুন মূল্যবোধের বিকাশের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের বিবেক, তার বড় সমালোচক। সমাজের পরিণতি ও ভবিষ্যৎ চিত্র সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষা মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। এইসব প্রসঙ্গেই মানুষ উচ্চ শিক্ষার স্বাধীনতা ও স্বশাসনের কথা চিন্তা করে মত বিনিময় করে। অধিকাংশ দেশে উচ্চ শিক্ষা বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বুঝায়। কাজেই উচ্চ শিক্ষার স্বাধীনতা মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও ক্ষমতা।

নির্বিঘ্নে শিক্ষাদান করা, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, উচ্চ পর্যায়ের দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি ও সমাজের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অধিকার ও ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এসব অধিকার ও ক্ষমতাই শিক্ষায় স্বাধীনতা (academic freedom), স্বশাসন বা স্বায়ত্তশাসন (autonomy)। স্বাধীনতার অধিকার ও ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। এটি তার মৌলিক সত্ত্বা। বিশ্ববিদ্যালয় যে আইন বলে সৃষ্টি হয় সেই আইনের শক্তিতেই সে স্বাধীনতা ভোগ করে। সমাজ তার প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিষ্ঠানের কাজ যেন নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারে এবং তার নিরাপত্তা যেন সুনিশ্চিত হতে পারে সে জন্য আইন দ্বারা তার শিক্ষায় স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের বিধান করেছে। এই ইউনিটে প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা, এর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তাবিধান সম্পর্কিত তিনটি পাঠ উপস্থাপনা করা হয়েছে।

পাঠ - ৫.১ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্বাধীনতার অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা

পাঠ - ৫.২ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার অধিকার ও ক্ষমতার সমকালীন অবস্থা

পাঠ - ৫.৩ স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও নিশ্চয়তা বিধান

পাঠ ৫.১ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ স্বাধীনতা বা স্বায়ত্ত্বশাসনের ধারণা ও অর্থ বলতে পারবেন;
- ❑ স্বাধীনতা বা স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করতে পারবেন।

অর্থ

স্বাধীনতা বা স্বায়ত্ত্বশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণশক্তি। এই অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য উপাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তার কাজ চালিয়ে যেতে পারে। আলোচনার প্রথমে স্বাধীনতা বা স্বায়ত্ত্বশাসনের অর্থ ও ধারণা সুস্পষ্ঠ করা আবশ্যক। কখনো শব্দ দু'টিকে সমর্থক কখনো ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও একটির সাথে অপরটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সুস্পষ্টতার জন্য শব্দ দু'টির অর্থ তুলে ধরছি।

স্বাধীনতা

শিক্ষায় স্বাধীনতা বলতে মূলত শিক্ষকের অধিকার বা স্বাধীনতাকে বুঝায়। এই অধিকার গবেষক ও শিক্ষার্থীর জন্যও প্রযোজ্য। শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থীর জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নিজ নিজ ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে শিক্ষায় তাদের স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়। তবে তাদের স্বাধীনতার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে ম্যাকভার বলেছেন,

> Academic freedom is intellectual freedom within the institution of learning. Like any other kind on intellectual freedom, if depends at once on the government of the institution and on the spirit that animates the government i,e the body of educationas.

তাঁর মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকদের শিক্ষায় তাদের স্বাধীনতার দাবীকে সুদৃঢ় করে। এই স্বাধীনতা তাদের নিঃশর্তভাবে দেওয়া হয়। সেজন্য শিক্ষার স্বাধীনতার সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাসেল কার্কও অপর একটি অর্থে স্বাধীনতাকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে শিক্ষায় স্বাধীনতা হলো,

> A secuerity against hazainds to the pursuit of truth by those persons whose lives one dedicated to conserving the intellectual heaitage of the ages and to extending the whole of knowledge.

কার্কের অর্থ অনুসারে জ্ঞান চর্চা ও সত্য অনুন্ধানে শিক্ষক যে ঝুঁকির সম্মুখীন হন তা থেকে রক্ষার জন্য। তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য অনুকূল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশ বুঝায়। স্বাধীনভাবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান, বিষয়বস্তু উপস্থাপনা, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পরিবেশ সৃষ্টি, সুনিশ্চিত নিয়োগ বিধি, মর্যাদা ইত্যাদি শিক্ষায় শিক্ষকের স্বাধীনতার প্রধান কয়েকটি দিক।

স্বায়ত্তশাসন

স্বায়ত্তশাসনের ধারণা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত থাকলেও সাধারণ কথায় এর দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশানের অধিকার বুঝায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পেশাগত ব্যক্তিবর্গ নিয়োগ, তাদের নিয়োগ বিধি, বেতন কাঠামো নির্ধারণ এবং সর্ব প্রকারের একাডেমিক কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও তার পেশাগত ব্যক্তিদের নিকট অর্পণ করার প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন আসে। শিক্ষকের শিক্ষাদান ও গবেষণা পরিচালনায়, শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা প্রয়োজন। বস্তুত এই স্বাধীনতাই স্বায়ত্তশাসন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আইন স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষার স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। এই দু'টি ধারণার অর্থ ও তাৎপর্য কখনো কখনো ভিন্নভাবে দেখা দিলেও একটির কাজের স্বার্থে অপরটির কাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হোমাদির মতে,

> These two functions are the essence of the university progress and development of the university education and administrative endeavour.

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হলো, জ্ঞান, সংরক্ষণ, জ্ঞান আবিষ্কার, জ্ঞানের সঞ্চারণ করা, সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিজ্ঞ সমাজ এই কাজগুলোর পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন তাদের বিচার ও বিশ্লেষণ করে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ ও ক্ষমতা থাকতে হবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারের গঠন এমন হবে যাতে তারা নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সমষ্টিগতভাবে প্রতিষ্ঠানের কার্য সর্বাধিকভাবে সুসম্পন্ন করতে পারেন। এই দৃষ্টিতে শিক্ষার স্বাধীনতা মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সরকার দ্বারা স্বশাসনের অধিকার বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। সুতরাং শিক্ষায় স্বায়ত্ত শাসনের অর্থ হলো,

> "The right of educationists for self government in their own affairs, i. e. eight to carry on their legitimale activities without interfeaence from outside authorities, whichever may be the political system, or the state."

এ কথার তাৎপর্য হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পেশাগত ব্যক্তিবর্গ তাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান বা সকল প্রকারের একাডেমিক কাজের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এবং অপরাপর ব্যক্তিবর্গ (non-academic elements) যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে কোন না কোনভাবে জড়িত তারা শুধু পেশাগত কাজে সহায়তা করবে।

স্বায়ত্তশাসন হলো জাতি ও সমাজের স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু কার্য সম্পাদনের স্বাধীনতা। আবার শিক্ষায় স্বাধীনতা হলো শিক্ষকদের পেশার সাথে সম্পর্কিত স্বাধীনতা। কখনো কখনো স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও পেশাগত শ্রেণীর শিক্ষার স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে। আবার বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত না হলেও তার শিক্ষক শ্রেণীর শিক্ষার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। উচ্চতর জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রগুলোকে সমাজের প্রতি তাদের গঠনমূলক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হলে তাদের দু'টো অধিকার: স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষায় স্বাধীনতা অপরিহার্য।

পরিসর

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা বলে বিশেষ কতক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে যেমন (১) শিক্ষার্থী নির্বাচন (২) শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি এবং (৩) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ও শিক্ষার পদ্ধতি নির্ধারণ এবং গবেষণা কার্যক্রমের ক্ষেত্র নির্ধারণ। এই স্বাধীনতা তিন স্তরে কাজ

করে (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে; (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র ব্যবস্থায় (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূত সংস্থা ও প্রভাবের সাথে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা প্রধান নীতি হলো পেশাগত কাজের সাথে জড়িত নয় এমন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে কর্তৃত্ব করবেনা। শিক্ষার সকল কাজে একাডেমিক কাউন্সিলের সর্বোময় কর্তৃত্ব থাকবে। এসব কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য চার ধরনের ব্যক্তির সহযোগিতা আবশ্যক। এরা হলেন: (১) শিক্ষক শ্রেণী; (২) বহিস্থ সংস্থা থেকে যে সকল ব্যক্তি- রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, পেশাগত শ্রেণী, ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি বা পরিষদে যারা প্রতিনিধিত্ব করে; (৩) প্রশাসন এবং (৪) শিক্ষার্থীবৃন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কমিটি বা পরিষদে এদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ প্রতিনিধিত্ব করে। দেশের রাজনৈতিক কাঠামো যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতাকে সম্মান করে এবং এর কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব।

প্রয়োজনীয়তা

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার প্রয়োজন রয়েছে। দেশ ও জাতির মঙ্গলের সাথে এই স্বাধীনতার সম্পর্ক আছে। মানুষের মানবিক অধিকার, মুক্ত চিন্তা বিকাশের অধিকার সংরক্ষণের এক বড় হাতিয়ার হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা। জ্ঞান তাপসগণ নির্বিঘ্নে জ্ঞান চর্চা করে যে জ্ঞান বা সত্য উৎঘাটন করেন তাতে শুধু তারাই লাভবান হন না সমগ্র জাতি বা সমাজ বা কোন কোন ক্ষেত্রে মানব জাতি এর দ্বারা উপকৃত হয়; তাদের কল্যাণ হয়।

শিক্ষায় গণতন্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্র হল বিশ্ববিদ্যালয়। এর কার্য পরিচালনার মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিকাশ ও প্রসার হয়। আবার এই গণতান্ত্রিক পরিবেশেই শিক্ষায় স্বাধীনতার চর্চার স্ফূরণ হয়। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্রের চর্চা পরোক্ষভাবে হয়; নানা ধরনের বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে। কখনো কখনো কোন রাজনৈতিক দলের কাজের সাথে গণতন্ত্রকে এক করে দেখা হয়। সে ধরনের গণতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র সম্প্রদায়কে সেই বিশেষ মতবাদের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার পরিপন্থী। যদি গণতন্ত্রকে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মৌলিক স্বাধীনতা হিসাবে ধরা হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষার গণতন্ত্র সম্পর্কে কারো ভিন্নমত থাকবেনা। কারণ গণতন্ত্রের এই অর্থ:শিক্ষায় স্বাধীনতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সাথে সাদৃশ্য আছে।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান চর্চা ও সত্য অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষার স্বাধীনতা অপরিহার্য। এই প্রসঙ্গে ম্যাকভারের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে,

> The junuire teacher is interested in knowledge for its own worth whileness no matter what else it brings. The junuire student is interested in learning for its own sale no matter what utility it may serve. In seeking knowledge he is seeking Truth.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শিক্ষায় স্বাধীনতা কোনটির প্রাণশক্তি?
   ক. বিশ্ববিদ্যালয়
   খ. স্কুল
   গ. কলেজ
   ঘ. উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র

২. সত্য অনুসন্ধানে শিক্ষক সমাজ যে ঝুঁকির সম্মুখীন হন তা থেকে রক্ষার জন্য কোনটি একান্ত আবশ্যক?
   ক. বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের অনুকূল প্রশাসনিক পরিবেশ
   খ. বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের অনুকূল সামাজিক পরিবেশ
   গ. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা
   ঘ. উপরের সবকয়কটি উত্তর শুদ্ধ

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রকার একাডেমিক কাজের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ কোনটি?
   ক. একাডেমিক কাউন্সিল
   খ. শিক্ষকবৃন্দ
   গ. প্রশাসন
   ঘ. খ ও গ উত্তর শুদ্ধ

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার কি কারণে প্রয়োজন?
   ক. মুক্ত চিন্তার বিকাশ
   খ. জ্ঞান চর্চার দ্বারা মানব স্মৃতির কল্যাণ
   গ. শিক্ষক গবেষক শিক্ষার্থীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা
   ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ম্যাকভর শিক্ষায় স্বাধীনতা বলতে কি বুঝিয়েছেন - ব্যাখ্যা করুন।

২. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসন ও শিক্ষণের পেশাগত স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায় ?

৩. উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে কি কারণে স্বাধীনতার প্রয়োজন - উল্লেখ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার ও ক্ষমতার অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। ঘ, ৩। ক, ৪। ঘ।

পাঠ ৫.২ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার অধিকার ও ক্ষমতার সমকালীন অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার অধিকার ও ক্ষমতার সমকালীন অবস্থা পর্যালোচনা করতে পারবেন এবং
- বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

ব্রিটিশ যুগ

ব্রিটিশ ভারতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশের উচ্চ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করত। এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সরকার অনেকক্ষেত্রে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করত। এরফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনার স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে হস্তক্ষেপের জন্য সরকারের সমালোচনা হয়েছে। মাঝে মাঝে আন্দোলনও হয়েছে।

পরবর্তীকালে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে (১৯১৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ১৯২০ সনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার অধিকার ও ক্ষমতার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অক্সফোর্ডের মডেলে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও স্বাধীনতা কিছুটা বিন্যস্ত হলেও সরকারের উপর আর্থিক নির্ভরতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকতে পারেনি। সমাবর্তনে চ্যান্সেলর জন এন্ডারসনের প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে তার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও আর্থিক নির্ভলশীলতা প্রসঙ্গে বলেছেন,

> Mr. Vice-Chancellor, the older universities in England have owed their vitality and their academic and intellectual independence leargely to the fact that they have at varions times been richly endewed with eifts of land and money enabling them to pursue their ideal in peace and quiteness and without interfenence. The Dacca university is still in the stage when it has to depend on government for the both of the funds necessary for its existence and the result is that even expenses of its activities is depended upon the approval of the executive government and the hegislatule for it is they who have to fund the cost (D.U. Convocation Speech, Vol.I)।

এই অবস্থা এখনো বিদ্যমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্থের জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীলতা স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ রাজস্ব খাতের প্রায় ৯০% এবং উন্নয়ন খাতের ১০০% ভাগ সরকার থেকে লাভ করছে।

পাকিস্তান আমল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ১৯২১-১৯৬২ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের আইন দ্বারা তার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব করা হয়। এই আইন বলে সিনেটের কার্যক্রম রহিত করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে সরকারের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা নাম মাত্রই। দু'টি প্রধান কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয় (১) আর্থিক স্বাধীনতার অভাবে (২) স্বাধীনতার ধারণা নাজুক। যে দেশে গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা নেই সে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা আরো ভঙ্গুর।

১৯৬২ সালের আইন দ্বারা রাজনৈতিক কারণে ছাত্রদের ডিগ্রী প্রত্যাহার করা হয়েছিল। অবশ্য এই আইনের তীব্র সমালোচনা হয়েছিল। এই আইন (কালা কানুন নামে খ্যাত) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় স্বাধীনতার উপর হুমকি স্বরূপ ছিল; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী দেওয়ার স্বাধীনতা ক্ষমতা খর্ব করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত (১৯৭১) যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো স্বাধীনতার অধিকার ভোগ বা ক্ষমতার ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুর্বল ছিল। কখনো কখনো সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে হস্তক্ষেপ করত। তবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, শিক্ষক ও স্টাফ নিয়োগ, ছাত্র ভর্তি এবং পরীক্ষা গ্রহণ কাজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মোটামুটি স্বাধীনভাবে কাজ করত।

বাংলাদেশ যুগ

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে নতুনভাবে বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে আইন প্রণীত হয় এবং ১৯৭৩ সনে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য আইন পাশ হয়। এসব আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার নীতি স্বীকৃত হয়। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনেও একই নীতির প্রতিফলন দেখা যায়।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। এর প্রভাব জাতীয় জীবনে, উচ্চ শিক্ষায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষভাবে দেখা যায়। ১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালনার জন্য তীব্র সমালোচনা করা হয়। তাছাড়া কমিশন আইনের পরিবর্তন ও সংশোধনের জন্য কতকগুলো সুপারিশও করে। তদন্ত কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যে সকল সুপারিশ করেছিল তার আলোকে ইসলামী, শাহজালাল ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণীত হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরাসরি চ্যান্সেলর দ্বারা নিয়োগ হবে, সিন্ডিকেটের আকার ছোট হবে এবং মনোনীত ও পদাধিকারবলে সদস্য দ্বারা সিন্ডিকেট গঠিত হবে; সিনেটের ক্ষমতা সীমিত করা হয়। এসবের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার উপর কুঠারাঘাত করা হয়। অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

> On the plea that there were many cases of abuse of autonomy in vitually all the universities, the dealy and long chereshed idea of autonomy itself was sacrificed, taking advantage of a period of stress and strain through which the system was passing. They had to give the dog a bad name before killing it.

বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশনের সুপারিশসমূহ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইনে প্রতিফলিত হয়। এই আইনের বিভিন্ন ধারায় যে পরিবর্তন বা সংযোজন করা হয় তার প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের বা আচার্যের অধিকতর ক্ষমতা লাভ। উপাচার্য সরাসরি আচার্য দ্বারা নিয়োগ লাভ করবে।

২. নতুন আইনে উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সিনেটের কোন ভূমিকা নেই।

৩. সিন্ডিকেটের সদস্য সংখ্যা হ্রাস করা হয়। খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষক সিন্ডিকেটে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। মনোনীত সদস্যদের মধ্য দিয়ে সিন্ডিকেটের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. সিন্ডিকেটে উপাচার্য অধিকতর ক্ষমতা লাভ করে।

৫. **বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনায় নির্বাচন নীতির পরিবর্তে মনোনয়ন নীতির প্রবর্তন করা হয়।**

বাংলাদেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অর্থায়নের দিক দিয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অর্ডার ১৯৭৩ এর বিধি অনুসারে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে। অর্থায়নের জন্য সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর নির্ভরশীলতার জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের উপর হস্তক্ষেপের সুযোগ পেয়েছে। এরফলে দেশের দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে। এতদসত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বৎ সমাজ তাদের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা বা শিক্ষায় স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও নিশ্চতার জন্য তৎপর রয়েছে। পরিশেষে বলা যায় এই বিবেকবান প্রজ্ঞাবান শ্রেণীর জন্যই ঝুঁকির মাঝেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার বিষয়ে নব্বইর দশকে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ও অব্যাহত থাকার ফলে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অর্থের জন্য সরকারের উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা থাক সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। শিক্ষকদের শিক্ষায় স্বাধীনতাও অব্যাহত রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. ১৯২০ সনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে কোন অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে?
   ক. স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা
   খ. অর্থায়নের স্বাধীনতা
   গ. উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ নিয়োগের স্বাধীনতা
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

২. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হওয়ার প্রধান কারণ কোনটি?
   ক. দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি
   খ. অর্থায়নের জন্য সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর নির্ভরশীলতা
   গ. বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দুর্বলতা
   ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাগত শ্রেণীর দুর্বলতা

৩. ১৯৬২ সনের পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের আইন দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধিকার খর্ব করা হয়?
   ক. সিনেটের ক্ষমতা
   খ. বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ক্ষমতা
   গ. ডিগ্রী প্রদানের অধিকার
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

৪. পাকিস্তান যুগে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল –
   ক. পাঠ্যসূচি প্রণয়ন
   খ. শিক্ষক নিয়োগ
   গ. ছাত্র ভর্তি
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

৫. বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে আইন হয় তাতে কোন বিষয়টি প্রাধান্য পায়?
   ক. বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে সরকারের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ
   খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাজে সরকারের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ
   গ. বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে সরকারের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ
   ঘ. খ ও গ উত্তর শুদ্ধ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. এন্ডারসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক নির্ভরশীলতা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে কি বলেছেন - বর্ণনা করুন।

২. নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইসলামী, শাহজালাল ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়) আইনে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা সীমিত করা হয় - উল্লেখ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে তা আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ক, ২। খ, ৩। ঘ, ৪। ঘ, ৫। ঘ।

পাঠ ৫.৩ স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও নিশ্চয়তা বিধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও নিশ্চয়তা বিধানে শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা সাধারণভাবে বর্ণনা করতে পারবেন।

আইনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতার অধিকার লাভ করে। এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে ঝুঁকি আছে। এই ঝুঁকি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে রক্ষা করে স্বাধীনভাবে জ্ঞানচর্চা দ্বারা উন্নতি, দেশ ও মানবতার কল্যাণের জন্য শিক্ষক সম্প্রদায়, সমষ্টিগত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর্বোপরি সরকারের ভূমিকা রয়েছে।

শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। কমিশন শিক্ষকদের স্বাধীনতার প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা পোষণ করেন। কমিশন এ বিষয়েও বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার দায়িত্ব পালনে আদর্শের প্রতি জোর দিলেই সর্বোত্তমভাবে শিক্ষাগত স্বাধীনতা সংরক্ষিত হতে পারে। এই আদর্শ দু'টি, একটি অন্যটির পরিপূরক। শিক্ষাদান কাজে শিক্ষকদের অবশ্যই প্রেরণা দান করতে হবে। নতুন ভাবাদর্শ প্রায়ই জনসাধারণ এবং কর্তৃপক্ষ উভয়ের নিকটই অপ্রিয় হয়ে থাকে। শিক্ষাগত স্বাধীনতা শিক্ষকদের উর্ধ্বতনদের অবিমৃষ্যকারিতা এবং সমাজের খেয়ালীপনার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচরূপে কাজ করে। নিজেদের এলাকায় নিজেদের অনুভূতি অনুসারে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকারও তাদের রয়েছে।

অবশ্য শিক্ষাগত স্বাধীনতার অর্থ কখনই এ নয় যে শিক্ষকেরা তাঁদের খুশিমত সবকিছুই করতে পারবেন। কমিশন মনে করেন শিক্ষকেরা কাজ করার ব্যাপারে স্বাধীন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা তাঁদের কর্তব্য কর্ম থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। এ স্বাধীনতা তাঁদের নিজেদের যে সামাজিক ও প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা অবমাননা করার অধিকার দান করেনা। এসব কার্যাবলি কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত শিক্ষাগত তৎপরতা হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে এগুলি শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নেতিবাচকতার নামান্তর।

সরকারের ভূমিকা

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই আইনগুলিও যে কোন সময়ে ইচ্ছা করলে সরকার পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। তবে সরকারের আইন ও নির্বাহী বিভাগের বিবেচনা ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করবে তাদের আইন ও সংশোধনীগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার অধিকার ও ক্ষমতার প্রতি কতটুকু সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। সরকারই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করে। স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে। তবে দেশের ঐতিহ্য ও প্রথা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সরকারকে এই হস্তক্ষেপ থেকে নিরস্ত্র করে। ইতিহাস থেকে দেখা যায় মধ্যযুগে ফ্রান্সে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ বা চার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্থান অনেক উঁচু ছিল। রাজারাও শিক্ষকদের নিরাপত্তা বিধান করত এবং তাদের অধ্যাপনার কাজে হস্তক্ষেপ করত না বা বাধা সৃষ্টি করত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও শিক্ষকগণ নিয়ন্ত্রণ করত। এমনকি পুলিশ বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়

চত্ত্বরে প্রবেশ করবে কি, করবেনা তাও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসক ও শিক্ষকগণ নির্ধারণ করত। সোদি এই প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করে বলেছেন,

> "This establishd the tradition that forces of normal law and order should exempt the places of higher learning. That is why in most of the universities there is an officer called proctor who performs the functions of a magistrate within the university.

কাজেই দেখা যাচ্ছে দেশের আইন অপেক্ষা ঐতিহ্য ও প্রথা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখে। দেশের রাজনৈতিক কাঠামো ও অর্থনীতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। স্বাভাবিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারের কিছু বক্তব্য থাকতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজের ভূমিকা

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষ সমাজ সম্পর্কে একই রকমের ধারণা পোষণ করে এবং সমাজের মৌলিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ঐক্যমত থাকে সেক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয় ও তার শিক্ষক সমাজকে তাদের একাডেমিক কাজ বা জ্ঞান চর্চার অবাধভাবে চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ রাষ্ট্র দিতে পারে। কিন্তু যখনই এদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায় তখনই রাষ্ট্র বা সরকার নিজ প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব করা বা দমন করার সুযোগ পায়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় ও বৃহত্তর সমাজকে গঠনমূলক চিন্তা ও কাজ করতে হবে যাতে বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পেশাজীবীরা তাদের মহামূল্যবান স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন ও নিরাপদ রাখতে পারে।

আধুনিক কালের সকল গণতান্ত্রিক দেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার গুরুত্ব স্বীকার করে। এই স্বাধীনতার সাথে বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার তুলনা করা হয়। বিচার বিভাগের কাজ আইন ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা; স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার সংবাদপত্র রক্ষা করে। অনুরূপভাবে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের বৌদ্ধিক ও নৈতিক নেতৃত্বের প্রতিবিধান করে। তবে সকল গণতান্ত্রিক দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতন্ত্রের concept বা ধারণা একরূপ নয়। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ও বিন্যাস, জাতির মননশীলতার মান ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর চিন্তাভাবনার উপর নির্ভর করে সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার ধারণা ও তার প্রয়োগ।

বাংলাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত্বশাসনের ধারণার উৎপত্তি হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত বেশ কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের কারণে ও সরকারের উপর আর্থিক নির্ভরতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বাধীনতা কখনো কখনো খর্ব হয়েছে। ১৯৭১ এর পর ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইন নতুন করে প্রণীত হয়। এই আইনের বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। সরকার ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার ও স্বায়ত্ত্বশাসনের নিয়ামক এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। কাজেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা গঠনে জনগণকে সক্রিয় ও সচেতন হতে হবে। এইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার অধিকার যারা ভোগ করবেন বা প্রয়োগ করবেন তাদেরকে অর্থাৎ শিক্ষক, ছাত্র গবেষক নিয়ে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকে নিজ প্রতিষ্ঠানের স্বশাসনের অধিকার ও শিক্ষায় স্বাধীনতার অধিকারের নিরাপত্তাবিধান ও সংরক্ষণের জন্য গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকের শিক্ষায় স্বাধীনতা রক্ষাকবচ রূপে কাজ করে?
   ক. শিক্ষাদান
   খ. নতুন ভাবাদর্শ সৃষ্টি
   গ. পদোন্নতি
   ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

২. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) মতে শিক্ষকের শিক্ষার স্বাধীনতার অর্থ কি?
   ক. তিনি কর্তব্য কর্ম যথাযথভাবে পালন করবেন
   খ. তিনি সামাজিক বাধ্যবাধকতা পালন করবেন
   গ. তিনি প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা পালন করবেন
   ঘ. উপরের সবকয়টি উক্তর শুদ্ধ

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন ও নিরাপদ রাখার জন্য কোন বিষয়ে সংশি□ষ্ট সকলের ঐক্যমত অপরিহার্য?
   ক. বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন
   খ. সমাজের মৌলিক মূল্যবোধ
   গ. সরকারের গঠন ও কাঠামো
   ঘ. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার সাথে তুলনীয় –
   ক. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
   খ. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
   গ. মত প্রকাশের স্বাধীনতা
   ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষকের শিক্ষায় স্বাধীনতা সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন কি বলেছেন - বর্ণনা করুন।

২. মধ্যযুগের ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধীনতা কিভাবে সংরক্ষিত হত - ব্যাখ্যা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান কিভাবে করা যায়? এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য লিখুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ঘ, ২। ঘ, ৩। খ, ৪। ঘ।